কুসংস্কার

নমিতা চৌধুরী

Superstition is the religion of feeble mind. বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কার করেছিলেন ২৮ মে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮। এদিনেই তিনি ওই পরীক্ষাটি করেছিলেন এবং পদার্থবিদ্যায় তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৩০ সালে 'নোবেল পুরস্কারে' সম্মানিত হন। বেঙ্কটরমনের পরীক্ষার দিনটিকে স্মরণ করে ২৮ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল সমাজ হবে বিজ্ঞানসম্মত। কুসংস্কারের কোনো ছায়া সমাজকে কলুষিত করতে পারবে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও আমরা কুসংস্কারের কর্দমাক্ত বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারিনি। আজও বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কুষ্ঠী, ঠিকুজীকেই মান্যতা দেওয়া হয়, যেখানে থ্যালাসেমিয়া, এইডস প্রভৃতি রোগের ব্যাপ্তি না ঘটে তার জন্য প্রয়োজন পাত্র-পাত্রী উভয়ের রক্তের গ্রুপের পরীক্ষা করা। সুদূর সাইপ্রাসে বিয়ের পূর্বে রক্ত পরীক্ষা আবশ্যিক বলে সে দেশের নাগরিকরা নানা ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।

কুসংস্কার আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। প্রগতিশীল বলে নিজেদের জাহির করেন যাঁরা; তাঁরাও ক্ষেত্রবিশেষে নির্দ্বিধায় কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়েন। আজও দেখা যায়, আসলে অন্ধ বিশ্বাসের মূল রয়েছে মানুষের অজ্ঞ ধারণার মধ্যে। কুসংস্কারের মতো ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিটিকে সমাজের বুক থেকে নির্মূল করা সহজসাধ্য নয়। সংস্কারের একটি অর্থ হল পরিমার্জন, অন্য অর্থ হল মানুষের সব কাজের বা তার চিন্তাধারার যে প্রভাব তার মানসিকতার উপর কুপ্রভাব ফেলে তার আমূল সংস্কার। যে কোনো সংস্কার যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট না হয় তাহলে তাকে কুসংস্কারই বলা হয়।

মধ্য, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম হাওড়া অথবা শিবপুর — ক্ষুদ্র শিল্পের আধিক্যের সুবাদে এই তল্লাটগুলো 'ভারতের শেফিল্ড' আখ্যা পেলেও গত কয়েক বছরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, এর ফলে সেখানকার অধিবাসীরা শিল্পের দেবতার ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। এরপর কারখানার মালিকেরা প্রতি শনিবার রক্ষাকালীর পূজা করছেন — তাদের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন তাদের খরা কাটবেই।

ফুটবলের দেশ ব্রাজিল। বেলো হরাইজেন্টো শহরের বাসিন্দা বৃদ্ধ বারবোসা বহুবছর গৃহবন্দি ছিলেন। তাঁকে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে ডাকা হত না। কখনও কোনো শিশুকে তিনি কোলে নিলে শিশুর মা-বাবা গির্জায় গিয়ে শিশুটির শোধন করিয়ে আনতেন। বারবোসা ১৯৫০ সালে মারকানা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফুটবলের শেষ খেলায় উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ২-১ গোলে পরাজয়ের গোলরক্ষক। পথে বেরুলেই লোকে অশুভ বিবেচনা করে তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ত।

কুসংস্কারের সদম্ভ উপস্থিতি বিশ্বের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কুসংস্কারের ছাতার তলায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে মনসা পুজোর সময় ৫০০০ পায়রা বলি দেওয়া হয়। কুসংস্কারের ঘৃণ্যতম প্রকরণ বলা যায় 'বলি প্রথাকে'। অসমের কামাখ্যায় নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে ১৪০টি

নরবলি দেওয়া হয়েছিল। Prevention of cruelty of Animal Act 1960 অনুযায়ী আমাদের সরকার সমাজে বলি প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও তা চলছেই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় বালক রাখাল মায়ের সঙ্গে সাগরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তার মা রেগে বলেছিলেন —

চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।

মেলা শেষে ফিরবার সময় শান্ত সমুদ্র অসময়ে হঠাৎ দারুণ উত্তাল হয়ে উঠলে মাঝির মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন —

'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ —
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।'

.....

ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।''দাও তারে ফেলে'
একবাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে।

.....

ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা। রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে।
শোধ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ করে,
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে।'

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ নানা কথা বলে থাকে তা'বলে বক্তার মুখের কথা ঈশ্বরের মর্মে প্রবেশ করে যাবে আর তার জন্য বাস্তবে চরম মূল্য দিতে হবে এর যথার্থতা গ্রহণযোগ্য কখনই হতে পারে না।

রাজস্থানের সরকারকে বিপাকে ফেলেছে জাতীয় মহিলা কমিশন 'রাজস্থানকে লোকদেব দেবতা' গ্রন্থটি ওখানকার সরকারের পর্যটন ও দেবস্থান বিভাগ কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সতী মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যাপারটাকে 'ফৌজদারি অপরাধ' বলে গণ্য করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। চাপে পড়ে সরকার বই থেকে বিতর্কিত অংশটি বাদ দেবার নির্দেশ দিয়েছে। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ার পারসন বলেছিলেন সতীপ্রথার মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নিন্দনীয় প্রথা সমাজে এখন বলবৎ রয়েছে, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে।

প্রতি বছর ২৪ সেপ্টেম্বর ইহুদিরা পাপস্খলন উৎসব পালন করে থাকেন। ইহুদিরা বিশ্বাস করেন, শেষ হয়ে যাওয়া বছরে যে পাপ করা হয়েছে তা এইদিনে মোরগের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তাই পাপের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইহুদিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এ উৎসবের নাম কাপারত উৎসব।

কলকাতার ফুটবলার শিশির ঘোষ মাঠে নামার সময় আগে ডান পা ফেলতেন। অলিম্পিক সোনাজয়ী জার্মান সাঁতারু মাইকেল গ্রস যেদিন নিজের খেলা থাকত, সেদিন স্নান করতেন না। ক্রিকেট খেলোয়াড় ইয়ান চ্যাপল ব্যাট করতে নামার আগে সূর্যের দিকে তাকাতেন। সুনীল গাভাসকার সতেরো বছরের ওপেনিং জীবনে কোনোদিন জাম্পার গায়ে মাঠে নামেননি। এজবাস্টনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বা ঝোড়ো সামুদ্রিক হাওয়ায় সানির গায়ে কখনই জাম্পার ওঠেনি। শচীন তেণ্ডুলকর টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন কখনই দাড়ি কামান না। সৌরভ গঙ্গুলী অফ ফর্মে থাকলে ফিল্ডিং করতে নামতেন ৯৯ নং জার্সি পড়ে আর ব্যাট করতে নামতেন ২৪ নং জার্সি গায়ে। উইকেট রক্ষক রাহুল দ্রাবিড় নিজের ব্যাটটি মোজার ভিতরে ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন — তা তিনি তখন বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন।

১৪ আগস্ট ২০০৪ কাকভোরে ভবানীপুরের

বহুতল আবাসনের কেয়ারটেকার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। অপরাধ ওই আবাসনেরই বাসিন্দা, ওয়েল্যাণ্ড গোল্ডস্মিথ স্কুলের ছাত্রী হেতাল পারেখকে ধর্ষণ করে হত্যা।

খবর ফাঁসি নয় -- খবর হোল ফাঁসির পরে ফাঁসির ব্যাবহৃত দড়ির অংশবিশেষ পাবার জন্য নানা সংগঠন ও ব্যক্তি, কারা বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বের কাছে আবেদন জানিয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস -- ফাঁসি দেওয়া দড়ির অংশ বিশেষ পুজো করে সঙ্গে রাখলে বা মাদুলি করে ধারণ করলে যে কোনো রকমের বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কী ঘৃণ্য মানসিকতা, কী ভীষণ কুসংস্কার!

আমরা জানি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। সমাজ সংস্কারক রাম মোহন রায়ের সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে 'সময়' যে জায়গায় ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে, ই-মেল, ইন্টারনেট যুগেও আমাদের দেশ ঠিক সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লর্ড বেন্টিঙ্ক ও রাজা রামমোহন রায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ করা সম্ভব হলেও আজও কোথাও কোথাও তা চলছে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে মান্যতা দিয়ে সিলেবাসে অর্ন্তভুক্ত করেছে। সমাজের ভেকধারী একটা শ্রেণি ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে, মানুষ যাতে বাস্তব সচেতন না হয়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকে সে চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান বিশ্বকে যতই অগ্রগতির চরম সীমায় পৌঁছে দিক না কেন, অশিক্ষা ও অজ্ঞনতার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের কাছে তা মূল্যহীন। স্বার্থান্বেষী একটা সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের অস্বিত্ব বজায় রাখার জন্য আপামর জনসাধারণকে মিথ্যার চটকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। জ্যোতিষ, ফেং শুই ইত্যাদি নিয়ে আজকাল যেভাবে প্রতারণা আরম্ভ হয়েছে তা সমাজের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

গত ২০.৮.২০১৩ পুণের ওঙ্কারেশ্বর মন্দির লাগোয়া সেতুতে সমাজসেবী, চিকিৎসক, কবাডি খেলোয়াড় এবং যুক্তিবাদী নরেন্দ্র দাভোলকারকে আততায়ীরা বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেয়। ডাঃ দাভোলকরের নেতৃত্বে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন মহারাষ্ট্রে তীব্র আকার ধারণ করে এবং সেখানকার সরকার বিধানসভায় কুসংস্কার বিরোধী বিল পাশে সম্মত হয়। ডাঃ দাভোলকর বিজ্ঞান চেতনার প্রসারের লক্ষ্যে 'সাধনা' নামের একটি পত্রিকা চালাতেন। এই সমাজসেবী 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি' গড়েছিলেন। কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের পুরোধাকে নির্মমভাবে আততায়ীরা হত্যা করে। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী, এই ঘটনাকে 'এক কালো অধ্যায়' বলে উল্লেখ করেছেন। আঁতে ঘা লাগায় স্বার্থান্বেষীরা ডাঃ দাভোলকারকে অবলীলায় হত্যা করেছে।

আজ ভাবার সময় এসেছে। কোনো মূল্যেই কুসংস্কারকে প্রশয় দেওয়া যাবে না। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা এর প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে কিন্তু কেবলমাত্র অশিক্ষিতরাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন একথাও কোনোভাবেই বলা যাবে না। জলপড়া, থালাপড়া, তাবিজ, মাদুলি, কবচ, পাথর, ইত্যাদি ধারণ করার প্রবণতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

পুঁথিগত শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে না। কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করে মানুষের মন থেকে অন্ধবিশ্বাস দূর করা কখনওই সম্ভব নয়, চাই সচেতনতা। সরকার এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকবৃন্দের সক্রিয় প্রচেষ্টাতেই এ ব্যাপারে দেশকে কুসংস্কারমুক্ত করা সম্ভব। মানুষের মনের যুক্তিহীন বিশ্বাস দূর করার জন্য এর বিরুদ্ধে সুসংগঠিত প্রচারাভিয়ানের অত্যন্ত প্রয়োজন। গণমাধ্যমের একটা অংশের প্রতারণার কথা মাথায় রেখে তাদের প্রতিও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।